কে রি য়া র ও জী বি কা র ক্রো ড় প ত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল ২০১৭

target@কেরিয়ার

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

কেরিয়ার কাউন্সেলিং

চাকরি খোঁজা, চাকরি করা, তারপর টিকে থাকার লড়াই, প্রোমোশন আরও কত বিষয়, কত সমস্যা। আমরা এইসব বিষয় বন্ধু-বান্ধব বা ভরসা দেয় এমন কারওর সঙ্গে আলোচনা করি, কিন্তু ক'জন একজন কেরিয়ার কাউন্সিলরের কথা ভাবি? একজন ম্যারেজ কাউন্সিলর বা সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলরের মতোই কেরিয়ার কাউন্সিলরও একজন প্রোফেশনাল। নানা ধরনের কাজের খবর, তার যোগ্যতা, প্রয়োজনীয় দক্ষতা, কর্মক্ষেত্রে আচরণবিধি, নানা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাঁরা সহজেই আপনাকে আলো দেখাতে পারবেন। ব্রিটেনে 'কাউন্সেলিং' শব্দটা গাইডেন্স বা পরিচালনা অর্থে ব্যবহার করা হয়। কেরিয়ার গাইডেন্স বা কাউন্সেলিং সমার্থক। এর থেকেই আপনি এঁদের দক্ষতা বা গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। একজন ছাত্র বা ছাত্রীরও তার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সঠিকভাবে করার জন্য একজন কাউন্সিলরের প্রয়োজন আছে। চাকরির ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতিতে, কিছু সময়ের ছেদের পরে কাজের জগতে আবার ফেরার কথা ভাবলে, চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবলেও কাউন্সিলরের সাহায্যে আপনাদের উপকার হবে। কর্মক্ষেত্রে যদি পরিবেশ বা আপনার কাজ, টার্গেট বা অন্যকিছু আপনার কাছে কঠিন লাগে, একা একা সমাধান খুঁজে না পান তাহলে অবশ্যই প্রোফেশনালের সাহায্য নিন। আবার উলটোদিকে আপনি যদি বস হন, তবে কোনও সহকর্মীকে নিয়ে সমস্যা হলে বা আপনি একটা ভালো কাজের পরিবেশ অফিসে তৈরি করতে চেয়ে বিফল হয়েছেন; তাহলেও কাউন্সিলর আপনাকে সমাধানের সন্ধান দিতে পারবে। এমনকী কাজের জগতে আপনাকে যদি ঘন ঘন সেমিনার করতে হয়, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি আপনার রোজকার ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে; কিন্তু আপনি এই সবের সঙ্গে খুব একটা পরিচিত নন তবে আপনিও টিপস নিতে পারেন।

কাউন্সিলরদের শ্রম-বাজারের রকম-সকম সব জানা থাকে। তাই একজনের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, খামতি, দখল ইত্যাদি জেনে তাঁদের মাইনের চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ সব কিছু মাথায় রেখেই তিনি পরামর্শ দেন। এমনকী বসবাসের ঠিকানা, চাকরির বাজার এবং সম্ভাবনা কোনও কিছুই তিনি তাঁর ভাবনা থেকে বাদ দেন না। তাই তাঁদের পরামর্শ আমাদের নিজেদের ভাবনা-চিন্তা থেকে অনেক বেশি ঝুঁকিহীন। শুধু তাই নয় তাঁদের সাইকোলজিক্যাল বোঝাপড়ার ক্ষমতাও একজন শিক্ষকের মতো আপনাকে বুঝিয়ে বলার বা পথ দেখানোর দক্ষতা আপনাকে নিজের সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করবে। এঁদের সঙ্গে কথা বলে আপনার আত্মসমীক্ষা আর আত্মবিশ্বাস দুটোই আরও স্পষ্ট ও পোক্ত হবে।

তবে একটা বিষয়ে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। আমাদের দেশে, এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এই পেশাটি এখনও আইন দ্বারা সুরক্ষিত নয়। ফলে যে কেউ নিজেকে কেরিয়ার কাউন্সিলর বলে দাবি করতে পারেন। একটা অফিস বানিয়ে বোর্ড টাঙালেই হল। তবে হতেই পারেন তিনি স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত। আপনি তাঁর দক্ষতা আর আপনার সঙ্গে তাঁর সামঞ্জস্য তৈরি হচ্ছে কিনা খেয়াল করবেন। যদি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হয় তবে তাদের মা-বাবা বা

এরপর দুইয়ের পাতায়

কেরিয়ার তৈরি নিজের হাতে

পড়াশোনা শেষে মনের মতো চাকরি খুঁজে পেলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয় না। কাজের সময় সমগতিতে উন্নতির স্বপ্ন সবাই দেখে। সমানতালে পদোন্নতি বা সবার প্রশংসা কে না চায়? কিন্তু চাইলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় উলটো। আসে টানাপোড়েন, খারাপ সময় বা পতন। এমনটা কেউ চায় না। সমস্যা তৈরি হলেই বা সমালোচনার সামনাসামনি হলেই আমরা কিছু না কিছু বিষয়কে দায়ী করি। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় এই যে, আমরা নিজেরাই এর জন্য দায়ী নই তো? কিছু বিষয় মেনে চললে সহজেই এইসব অশান্তি কাজের জায়গায় এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। মিলতে পারে উন্নতি, ভালোবাসা আর সবার প্রশংসা। আপনার কাজের দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

বিভিন্ন কেরিয়ার বিশেষজ্ঞরা মূল দশটি বিষয়ের কথা বলেছেন যেগুলো আপনার কাজের জায়গায় সবসময় মেনে চলা উচিত।

- নিজের ক্ষমতার বাইরে দায়িত্ব নেওয়া। অনেকেই আছেন যাঁরা কাজের সময় আগ বাড়িয়ে দায়িত্ব নিয়ে নেন। কেউ ভাবেন এর থেকে আপনার কাজের প্রতি ভালোবাসা প্রমাণ হয়। আর আপনি সবার সুনজরে পড়বেন। কিন্তু আপনি এই দায়িত্বগুলো পূরণ করতে পারবেন তো? নাকি আপনি বিফল হয়ে যান। যদি এমনটা হয় তবে সবার কাছে এটা আপনার লোক দেখানো ভড়ং মনে হবে। সবাই এতে খুশি হওয়ার বদলে বিরক্ত হবে। আপনি ক্ষমতা না বুঝে কাজের ভার নেওয়ায় কাজে অযথা নানা জটিলতা তৈরি হবে। এমনও

এরপর দুইয়ের পাতায়

ঘরে বসে ব্যবসা করার কিছু লাভজনক উপায়

আজকাল অনেক উদ্যোক্তাই কাজের অবস্থান থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও সফলভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন। তাঁদের বেশিরভাগের অফিস হচ্ছে নিজের ঘরেই। যে কোনও কাজেই পরিশ্রম আছে, তবেই আসবে সাফল্য। গত সংখ্যার পর...

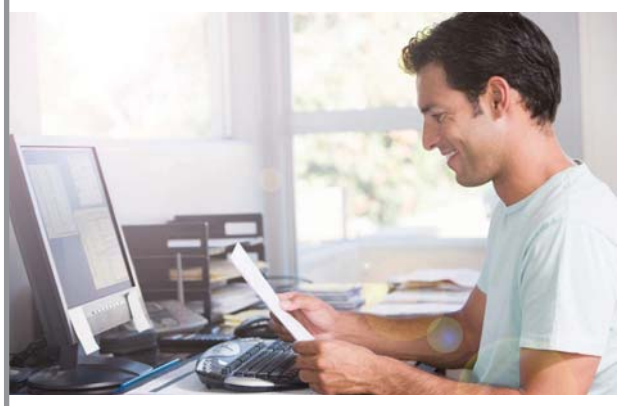

৮। প্রতিদিন ঘর-অফিসের কাজের ফাঁকে কিছু সময় বিরতি নিন। চেষ্টা করুন লাঞ্চটা অফিসের বাইরে পরিবারের সঙ্গে করতে কিংবা বিকেলের চা টা বাগানে বা ছাদে বসে খেতে। এতে মানসিক প্রশান্তি পাবেন, কাজে স্পিড আসবে। আর ঘর থেকে অফিস করার যেমন অনেক উপকারীতা আছে তেমনি অপকারীতাও আছে।

৯। সব সময় ঘরে থাকার দরুণ আপনার বডি ফিটনেস চেঞ্জ হতে পারে। কিন্তু জীবনের জন্য কাজের জন্য উপযুক্ত বডি ফিটনেস জরুরি। তাই নিয়ম করে ব্যায়াম অবশ্যই করবেন। এতে শরীর-মন দুটোই সতেজ থাকবে।

১০। ঘরে থেকে অফিস করাটা এক ধরনের কঠিন চ্যালেঞ্জ বটে। ঘরে বাচ্চাদের সামলানো, পারিবারিক নানান ঝামেলাকে একপাশে রেখে মনোযোগের সঙ্গে অফিস করাটা সব সময় সহজ নয়। এক্ষেত্রে দুই জায়গাতেই আপনার মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এবং ঘরের চিন্তা-অনুভূতিগুলোকে এক পাশে রেখেই অফিস করতে হবে।

১১। অফিসে যতক্ষণ থাকবেন, সময় যেন অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন। আর তাই অপ্রয়োজনীয় মেইল আদান-প্রদান, সোশ্যাল মিডিয়াতে অতিরিক্ত সময় দেওয়া, ফোনে বেশি সময় কথা বলা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

১২। কীভাবে আপনি আপনার উৎপাদিত পণ্য বা সেবা গ্রাহকদের মাঝে পৌঁছে দিতে চান, ক্রেতার কাছে কীভাবে পণ্য পৌঁছবে অর্থাৎ সরাসরি, পরিবেশক, নাকি পুনর্বিক্রেতার মাধ্যমে, তা এই অংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্রেতার চাহিদা, তা কীভাবে পূরণ করা হবে, কীভাবে পণ্য তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয় করা যায়, পণ্যের দামের বিষয়ে ক্রেতারা কতটুকু সচেতন— এসব বিষয়ও থাকবে বিপণন পরিকল্পনায়। সব মিলিয়ে একটি ভালো কৌশল অবলম্বনই হবে একটি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।

১৩। অনেকেই অনেক কথা বলেন, সকলের কথা শোনা উচিত। অর্থাৎ পরামর্শ শুনুন কিন্তু সিদ্ধান্ত আপনিই নিন। কারণ অনেকেই খুব সহজে বলে থাকেন তুমি যা করছ তা ঠিকমতো হচ্ছে না, তোমার এখন অন্য কিছু শুরু করা উচিত। এরকম কথা বলা খুবই সহজ। যদি আপনি এসব কথায় প্রভাবিত হন তাহলে ভাববেন বিষাক্ত কোনও ঔষধ গেলা আরম্ভ করছেন। আপনি যদি এরকম কথায় প্রভাবিত হয়ে থাকেন তবে এখনই এ প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসুন। নিজের মতো করে আপনার প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে নিয়ে যান। আপনার নিজের কাছে যখন মনে হবে আর চালিয়ে নেওয়া সম্ভব না ঠিক তখনই থামেন। অন্যের কথায় কখনও আপনার প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করা যাবে না।

এরপর পরের সপ্তাহে

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ, তনুশ্রী দাস, বিপাশা চক্রবর্তী, দোয়েল দত্ত, শিবানী দাস, সুদীপ্ত বিশ্বাস, সুদীপ্ত চৌধুরী, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সৌম্য নিয়োগী, রাহুল চক্রবর্তী, অতনু পাল** (ফোটোগ্রাফার)

চাকরির মৌখিক পরীক্ষা দিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে

চাকরি আমাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার জন্য আমার নিজেদের মনকে প্রস্তুত করে থাকি। কিন্তু নানা অজানা ভয় বা আশঙ্কায় অনেক সময় ইন্টারভিউ বোর্ডেই অনেকে হারিয়ে যান। তার কারণ হল ভাইভা-র মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে অজানা কিছু ভয় আমাদের গ্রাস করে। যার ফলে কর্তৃপক্ষের সামনে নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করতে পারেন না অনেকেই। আসলে বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন যে শিক্ষাগত জীবনে ভালো রেজাল্ট থাকলেই হয়তো সহজে চাকরি পাওয়া যাবে। কিন্তু না— অনেকেই ভাইভা বোর্ডে নিজেকে প্রকৃত অর্থে উপস্থাপন করতে না পারার কারণে চাকরি হাতছাড়া হয়ে যায়।

ভাইভা বোর্ডে যাঁরা থাকেন, তাঁরা কিন্তু নানাভাবে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমেই আপনাকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করবেন। একজন চাকরিপ্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি তাঁর স্মার্টনেস, উপস্থাপন কৌশল, বাচনভঙ্গি এসব বিষয়ও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভাইভা বোর্ডে ঢুকেই অনেকে নিজের অজান্তে প্রথমেই নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করে বসেন। নিয়োগদাতারা তেমন কোনও প্রশ্ন না করেই বা সৌজন্যতার খাতিরে দু-একটি প্রশ্ন করেই বিদায় করে দেন। এরকম পরিস্থিতি এড়াতে ও নিজেকে যোগ্য করে উপস্থাপন করার জন্য জেনে নিন কিছু কৌশল। (গত সংখ্যার পর)

৫. প্রবেশের অনুমতি নিন:

ইন্টারভিউ বোর্ডে প্রবেশের সময় অনুমতি নিয়ে ইন্টারভিউ কক্ষে প্রবেশ করুন। ঘরে ঢুকে অনুমতি না নিয়েই বসে পড়বেন না। অনেকে কথা বলার সময় হাত-পা নাড়ে। ভাইভা বোর্ডে কখনই এরকম করবেন না। আর একটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যখন যে-ব্যক্তি আপনাকে প্রশ্ন করবেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ভাইভা বোর্ডে যিনি প্রধান হিসাবে থাকেন, অনেকেই শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়ে থাকেন। এটা মোটেই সঠিক নয়।

৬. আঞ্চলিকতা পরিহার করুন

ভাইভা দেওয়ার সময় কথা বলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা যেন প্রকাশ না পায় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। কথা বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন আঞ্চলিক টান না এসে যায়। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলাও জরুরি। এজন্য আগে থেকেই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার অভ্যাস করতে হবে। ইংরেজি বলার সময়ও উচ্চারণের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৭. প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা নিন

ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত হওয়ার আগে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যথাসম্ভব জেনে নিতে হবে। যদি সম্ভব হয়, ভাইভা বোর্ডে কারা কারা থাকবেন, সে সম্পর্কেও জেনে নেওয়া ভালো। ভাইভার আগে হন্তদন্তভাবে হাজির না হয়ে হাতে সময় রেখেই যথাস্থানে উপস্থিত হতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, আগের দিনই পরীক্ষার কেন্দ্রটি দেখে আসা। এক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।

৮. ধূমপান করে ভাইভায় যাবেন না

ভাইভা বোর্ডে প্রবেশের আগে কোনওক্রমেই ধূমপান করবেন না। ভাইভার আগে ধূমপান পরিহার করাটাই হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আপনি যদি ধূমপান করে আসেন আর ধূমপানের কারণে আপনার মুখ থেকে যদি সিগারেটের গন্ধ বের হতে থাকে, তবে ভাইভা বোর্ডে যাঁরা থাকবেন তাঁরা বিষয়টি সহজভাবে নেবেন না। এটিই আপনার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এছাড়া পান খাওয়ারও অভ্যাস থাকলে সেটিও পরিহার করতে হবে।

৯. সংক্ষেপে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাসিমুখে উত্তর দিন

ভাইভা বোর্ডে যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, শুধু সে বিষয়েই উত্তর দিতে হবে। বেশি কথা বলা বা অপ্রাসঙ্গিক কোনও বিষয়কে টেনে আনা ঠিক হবে না। আবার গোমড়ামুখে বসে থাকলেও কিন্তু তা অযোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে। ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যরা বেশি কথা বলা যেমন পছন্দ করেন না, আবার গোমড়ামুখের মানুষকেও পছন্দ করবেন না। আর ইন্টারভিউ বোর্ডে একটি বিষয় মেনে চলার চেষ্টা করুন, তা হল সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় হাসিমুখে উত্তর দিন। তবে অকারণেও কিন্তু আবার হাসা যাবে না। আর একটি বিষয়, সব প্রশ্নেরই যে উত্তর জানা থাকবে তা কিন্তু নয়। না পারলে বিনীতভাবে বলতে হবে— সরি স্যার, পারছি না।

১০. বিনীতভাবে নিজেকে উপস্থাপন করুন

ভাইভা বোর্ডে সব প্রশ্নের উত্তর বিনীতভাবে দিতে হবে। ইন্টারভিউ বোর্ডে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সোজা হয়ে বসতে হবে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসাটা ঠিক হবে না। এতে চাকরিপ্রার্থী সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। ভাইভা শেষে হাত মেলাতে পারেন, তবে সেটা পরিস্থিতি অনুযায়ী। অনেকেই স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। নিজেকে ওভারস্মার্ট ভাবা ঠিক নয়। সুন্দর, সাবলীল ও বিনীতভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমেই যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ দেখানো যেতে পারে।

১১. উত্তেজিত হওয়া যাবে না

ভাইভা বোর্ডে প্রার্থীর মানসিক স্থিতিশীলতা, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা— এসব বিষয় যাচাইয়ের জন্য অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। এ সময় কোনওক্রমেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না। অনেক সময় প্রার্থীর মানসিক মতামত যাচাইয়ের জন্য একসঙ্গে অনেকেই প্রশ্ন করে বসেন, এমনকী অনেক সময় বিব্রতকর প্রশ্নও করা হয়। এ সময় কোনওক্রমেই মাথা গরম না করে সবকিছু সহজভাবে নিতে হবে এবং শান্তভাবে তাঁদের সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

১২. মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না

ইন্টারভিউ বোর্ডে কখনওই নিজের যোগ্যতার বিষয়ে কোনও মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। কোনও মিথ্যা তথ্য আপনার জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। মিথ্যা তথ্য দিয়ে না হয় চাকরি হল, এক্ষেত্রে পরে আপনার সমস্যা হবে। সেটি প্রকাশ পেলে আপনার প্রতি নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের আর কোনও বিশ্বাস থাকবে না। এমনকী আপনার চাকরিও চলে যেতে পারে। আর একটি বিষয় আগে থেকেই জেনে নিতে হবে, চাকরির ক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব কী কী হবে ও বেতনের কাঠামো কেমন হবে, বেতনভাতা নিয়ে বাদানুবাদে না জড়ানোই ভালো। সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আপনার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেতে পারে। তবে এটাও বলা যাবে না, আপনারা যা দেবেন তাই।' এ ক্ষেত্রে এটি দুর্বলতার প্রকাশ হতে পারে। আর হ্যাঁ, ভাইভা বোর্ড থেকে বেরোনোর সময় অবশ্যই সবাইকে কিন্তু ধন্যবাদ দিয়ে বের হতে হবে।

সুব্রত মাজি

কেরিয়ার কাউন্সেলিং

প্রথম পাতার পর

গার্জেনকে এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে। ইন্টারনেটে কাউন্সিলর খুঁজলে অবশ্যই তাঁর রেটিং দেখুন ও রিভিউ পড়ুন। যদি সম্ভব হয় বাড়ি বা কাজের জায়গার কাছে কাউকে খুঁজুন। কারণ আপনাকে একাধিক সিটিং-ও নিতে হতে পারে। অনেক কেরিয়ার কাউন্সেলিং সংস্থা আছে যারা শুধু কাজের খবর দেয় ও ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে। আপনার ইচ্ছে থাকলে আপনি কথা বলে, সব কিছু জানিয়ে আপনার সিভি দিয়ে রাখবেন। সময়মতো আপনার সঙ্গে মানানসই সুযোগ দেখতে পেলেই তারা আপনাকে জানাবে। আপনি শুধু এদের পেমেন্ট নিয়ে কথা বলে রাখবেন। আবার আপনার সমস্যা বা চাহিদা অন্যকিছুও হতে পারে। তাই কাউন্সিলর খোঁজার আগে আপনি আপনার চাহিদা আর কাউন্সিলরের বিশেষত্ব, তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে বিশদে জেনে নেবেন। আপনার যোগ্যতা বা সমস্যা বোঝার জন্য তারা কিছু সহজ পরীক্ষাও নিতে পারেন। এমনকী আপনার জন্য সবথেকে বেশি উপযুক্ত সমাধান খোঁজার জন্য আপনার সাইকোমেট্রিক টেস্টও নেওয়া হতে পারে।

মনে রাখবেন ওয়েব সার্চ করলেই আপনি অনেকের খোঁজ পাবেন। কিন্তু আপনাকে নিজের জন্য সঠিক জনকেই খুঁজতে হবে। আমাদের আপনজন, সঠিক অর্থে আত্মীয় বা বন্ধুরা তো আমাদের সব সমস্যায় পাশে থাকেই। তবে একজন প্রোফেশনাল ব্যক্তিগত আবেগ সরিয়ে রেখে আপনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারবেন। তিনি আপনার ত্রুটিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারবেন। তাই একজন প্রোফেশনালকে আপনি বেশি ভরসা করতে পারেন।

কেরিয়ার তৈরি নিজের হাতে

প্রথম পাতার পর

হতে পারে যে কাজটি বাতিল করতে হতে পারে। এরকম ভুল কিন্তু আপনার বস বড়জোর একবার ক্ষমা করবেন। তাই আপনি প্রথম থেকেই নিজের ক্ষমতার দৌড় নিয়ে সজাগ থাকুন।

- নিজেকে সমস্যা চিহ্নিতকারী রূপে অফিসে পরিচিত করে তুলবেন না। আপনি যদি সবসময় নানারকম সমস্যা, অসুবিধা, অন্যের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে বলতে থাকেন তাহলে ভুল করবেন। বদলে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন। এর ফলে সবাই আপনাকে পজিটিভ মনের মানুষ বলে চিনবে।
- পরিবর্তনে বাধা দেওয়া সবসময় কাজের কথা নয়। কিছু মানুষ থাকেনই যাঁরা নতুন রীতি-নীতি, ভাবনা-চিন্তা এড়িয়ে চলেন। কারণ নতুন কোনও ভাবনাকে কাজের সঙ্গে মিলাতে গেলেই অনেক জটিলতা বাড়ে, নতুন করে অনেক কিছু শুরুও করতে হতে পারে। তাতে যদিও প্রথমদিকের সময় কেটে গেলেই সুফল পাওয়া যায়। আপনি যদি কাজের ভয়ে বা পিছিয়ে পড়ার ভয়ে এই সব সময়ে বাধা দেন, তবে সবার কাছে নিজেকে কুয়োর ব্যাঙ বলে পরিচিত করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তাই নিজেকে সব সময় উদার ও আধুনিক মনের করে রাখুন। নতুন কাজের ধরন, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি সব কিছুকে খোলা মনে নিতে শিখুন। ভুল কিছু থাকলে তা অবশ্যই নজরে আনুন কিন্তু অযথা সমালোচনা করবেন না।
- শুধু বসের মন জয় করলেই হবে না। সহকর্মীদের বন্ধু হয়ে উঠুন। অফিসে কোনও শত্রু তৈরি করবেন না। প্রয়োজনে অন্যদের সাহায্য করুন। আপনার বিপদের সময় এঁরাই আপনার পাশে দাঁড়াবে।
- ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ করবেন না: সব সময় কীভাবে প্রোমোশন আসবে, কীভাবে উন্নতি হবে সেই নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে থাকলে আপনার এখনকার কাজের সময় ও দায়িত্ব সব গোলমাল হয়ে যাবে। আপনার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করুন। তুলনামূলক সহজ ছোট ছোট লক্ষ্য পূরণ করে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।
- পদোন্নতির পর আপনার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বাড়ে। বাড়তি দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা না করা, ক্ষমতার দম্ভ ও অপব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- আত্মপ্রসাদ লাভ করা অনুচিত: অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে সহকর্মীদের মতামত অগ্রাহ্য করবেন না। সকলের মতামত শুনে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন।
- নিজের ব্যবহারের প্রতি অসচেতন থাকা, নিজেকে নিরস ও কঠিন হিসাবে উপস্থাপন করা, অযথা সকলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করা আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করবে।
- প্রচলিত ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে প্রয়োজন সাহস ও আত্মবিশ্বাসের। পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও দূরদর্শিতা আপনাকে সাহস দেবে। পর্যাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য ও জ্ঞান আপনাকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে।
- অফিসের ব্যস্ততায় নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেলে চলবে না। অফিস এবং পরিবারের মধ্যে আপনার সময়ের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় আপনার কাজে মনোযোগের ঘাটতি হতে পারে।

কেরিয়ার তথ্য

- বর্তমানে অনেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে স্বনির্ভর করতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির তালিকা পেতে হলে www.nrlm.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন। সাইটে গিয়ে রাজ্য, জেলা ও ব্লক সিলেক্ট করে ক্লিক করলেই সেই ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, গ্রাম, দলনেত্রীর নামের তালিকা পেয়ে যাবেন।
- সফট টয়েজ তৈরি করে আয় করতে হলে ইনস্টিটিউট অব টয়মেকিং টেকনোলজিতে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত। কোর্সটি তিনটি ভাগে

বিভক্ত। প্রথমে ৩ মাসের বেসিক ট্রেনিং। তারপর অ্যাডভান্সড ট্রেনিং। প্রতি স্তরের ট্রেনিংয়ের ফি ৭,৫০০ টাকা। মোট ফি-বাবদ দিতে হবে ১৫,০০০ টাকা। অ্যাডভান্স ট্রেনিংয়ের পরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টার্নশিপে পাঠানো হয় বিভিন্ন প্রস্তুতকারক সংস্থায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: ইনস্টিটিউট অব টয়মেকিং টেকনোলজি, ডিএন-থ্রি, সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক, কলকাতা-৯১। ফোন: ৯৮৩৬০-৬২৩৩৭।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল ২০১৭

কেরিয়ার টিপস

নিজেই নিজের প্রতিযোগী হয়ে উঠুন

পেশার জগতে এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা সব সময় কাজ করে। যে মুহূর্তে আপনি আপনার কর্মজগতে পা রাখলেন, সেই সময় থেকেই শুরু হল আপনার প্রতিযোগিতা। প্রথম প্রতিযোগিতা হচ্ছে চাকরিতে একটি পদের জন্য প্রচুর মানুষের আবেদন। তার মধ্যে নিজেকে আলাদা করে প্রমাণ করার তাগিদ। কারণ তবেই আপনি আপনার চাকরিটি পাবেন। তবে সেটি চাইলেই হল না, তার জন্য কিছু জেনে এই চাকরির বাজারে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। মনে হতেই পারে, এত মানুষ তো চাকরি করছেন, তবে চাকরির জন্য আমার নিজের কাছে ডিগ্রি আছে, তাহলে আর তো কিছু জানার কোনও দরকার নেই। কিন্তু সেটাই সমস্ত বিষয় নয়। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে বেরিয়ে এসেও আপনার কিছু জানা উচিত, যেটার হাত ধরে আপনি আপনার বৈতরণী পার হতে পারবেন অনায়াসে। এই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য টেকনিকগুলি জানা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ইন্টারভিউয়ে সমস্যা: যেমন ধরুন ইন্টারভিউ দেওয়ার সময়, আপনার অযথা নার্ভাস হয়ে যাওয়া। কর্তৃপক্ষের সামনে বসার সময় থেকে আপনার হাত-পা ঘামে ভিজতে থাকা। আপনি একজন উপযুক্ত কর্মী তাই ওঁরা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন আপনি আত্মবিশ্বাসের অভাব অনুভব করতে থাকেন। কারণ ইন্টারভিউয়ের চিঠি আপনার কাছে আসার সময় থেকেই আপনার মধ্যে এক অদৃশ্য ভয় কাজ করতে থাকে। আর যেদিন ইন্টারভিউ সেদিন সেই ভয়টি আরও বেশি করে চেপে বসে। ভালো ডিগ্রি আপনার ঝুলিতে থাকা সত্ত্বেও আপনি শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের অভাবে প্রশ্নের ঠিকমতো উত্তর দিতে পারেন না।

কিন্তু মনে হয় তার সমাধান আছে। আর সেটি আছে আপনার নিজের কাছে। ইন্টারভিউয়ের ডাক আসার পর থেকেই আপনি নিজেকে সেই প্রতিযোগিতার জন্য একটু একটু করে তৈরি করতে থাকুন। আয়নার সামনে আপনি যদি নিজেকে একটু ঝালিয়ে নেন। মানে আয়নাকে কর্তৃপক্ষ মনে করে আপনি যদি সেখানে নিজেকে উপস্থাপন করেন, তাহলে দেখবেন ইন্টারভিউ বোর্ডের কাছে আপনার নিজেকে উপস্থাপন করাটা কোনও সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। পাশাপাশি বন্ধুরা মিলে একজোট হয়ে এই ধরনের কিছু অভ্যাস করতে পারেন। বন্ধুদের মধ্যে একজনকে কর্তৃপক্ষ সাজিয়ে নিজে কথা বলে যেতে পারেন।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিন: ইন্টারভিউয়ের টেবিলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিন। অনেকেই আছেন যাঁরা মনে করেন, তাঁরা যে উত্তরটি দিলেন সেটি তাঁরা ঠিক বলেননি, সেক্ষেত্রে তাঁরা দোলাচলে থাকেন। আর আপনার এই ভুলটি কর্তৃপক্ষের চোখে পড়ে যায়। যা উত্তর দেবেন তা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দিন। আপনার মধ্যে সেই কর্মপ্রতিভা আছে সেটি মনে রাখুন। তাই আপনি এতটা আসতে পেরেছেন। বাকিটাও পারবেন। নিজের মধ্যে সেই বিশ্বাস গড়ে তুলুন। দেখবেন বিষয়টি খুব সহজ হয়ে যাবে।

ইচ্ছের অভাব: আমাদের দেশে মানুষ অল্পেতেই খুশি। প্রয়োজনের জন্য যেটুকু দরকার তাতেই যদি কাজ চলে যায়, তাতে ক্ষতি কী। আপনার এই ধরনের মানসিকতা চলতে থাকলে আপনি ক্রমশ কাজের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন। অনেকেই আছেন যাঁরা অনেক কিছু জানেন কিন্তু কাজের জায়গায় নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারছেন না। বর্তমান সময়ে নিজেকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চালাতে হলে আপনাকেও যুগোপযোগি হতে হবে। এমনটা হতেই পারে যে কোম্পানিতে আপনি চাকরি করেন, সেখান আপনার থেকে অনেক বেশি শিক্ষিত লোক আছে বলে আপনি নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন। এমনটা করার কোনও দরকার নেই। আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন। হতেই পারে কোম্পানিতে আপনার মতামতই গ্রহণযোগ্যতা পেল। পাশাপাশি চাকরি পেয়ে যাওয়া মানেই এই নয় যে, আপনি নিজেকে আপডেট করা বন্ধ করে দিলেন। প্রতিনিয়ত আপডেট করা ছাড়া গতি নেই। দেখবেন পাশের জন আপনাকে ডিঙিয়ে কখন বেরিয়ে গেছেন। আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে বসেই আঙুল কামড়াচ্ছেন। তাই অল্পেতে খুশির মনোভাব ত্যাগ করে নিজেকে বৃহৎ পরিসরে ভাবুন। দেখবেন আপনার ভালোই হবে। দরকার প্রচুর পরিশ্রম। পরিশ্রমের কোনও বিকল্প হয় না, আমাদের সকলের জানা। তাই আমরা যদি সেটি করতে পারি তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে আমাদের কেরিয়ারকে সেই উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে সক্ষম হব।

এখন অনেক জায়গা হয়েছে যেখানে নিজেকে আপনি কীভাবে গ্রুমিং করবেন তা শেখানো হয়, সেইসব জায়গায় কোনও ছোট একটি কোর্স করেও রাখতে পারেন। মনে রাখবেন কোনও শিক্ষাই আপনার বৃথা যাবে না, নির্দিষ্ট সময় তা ঠিক কাজে লাগবে।

বিজনেস টিপস

পরিশ্রমই সফলতার মূল মন্ত্র

উদ্যোক্তা শব্দটি বর্তমান সময়ে ফ্যাশনের মতো ট্রেন্ডি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেদিকে তাকাবেন, যাকেই জিজ্ঞেস করবেন সবাই উদ্যোক্তা হতে চান। অনেকে এই ট্রেন্ডি বিষয়টার সুযোগ নিয়ে উদ্যোক্তা তৈরির জন্যে ট্রেনিংয়ের ব্যবসাও শুরু করে দিয়েছেন। ট্রেনিং দেওয়ার বিজ্ঞাপনগুলোও বেশ আকর্ষণীয়:

'ঘরে বসে লক্ষ টাকা আয় করুন, ২৪ ঘণ্টাই আয় করুন, এমনকী যখন আপনি ঘুমিয়ে থাকেন তখনও আয় করুন, নিজেই নিজের বস হোন' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানুষও এসব বিশেষণ শুনে শুনে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দেয়, লক্ষ টাকা আয় করছেন, নিজেই নিজের বস হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আসল সত্যটা হলো, উদ্যোক্তা হওয়া শুধু কঠিন নয়, দুরূহ একটি কাজ। কিন্তু কঠিন কিছু সত্যও আছে যেটা উদ্যোক্তা হতে গেলে আপনাকে জানতে হবে এবং মনেও রাখতে হবে।

এখানে কোন শর্টকাট নেই অথবা কোনও ম্যাজিকও নেই যে রাতারাতি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমা হতে থাকবে। উদ্যোক্তা হতে গেলে,আপনাকে শুধু রুটিন বেঁধে কাজে আটকে না থেকে, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

উদ্যোক্তা হলে যে কঠিন সত্যগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে—

১. আপনাকে মনে রাখতে হবে শেষ পর্যন্ত আপনি ব্যর্থও হতে পারেন:

উদ্যোক্তা হওয়া সাহসী পদক্ষেপ, কারণ শেষ পর্যন্ত আপনি সফল হবেন অথবা আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন এমন নিশ্চয়তা আপনার নেই জেনেও, আপনি উদ্যোক্তা হবার চেষ্টা করছেন।

কেউ কোনও উদ্যোগের শুরুতেই বিশ্বাস করতে চান না যে তিনি ব্যর্থও হতে পারেন, কিন্তু উদ্যোক্তার জন্যে এটি কঠিন একটি সত্য।

ঝুঁকি ছাড়া কোনও পুরস্কার আশা করা যায় না, ঠিক তেমনি আপনি ঝুঁকি নিলেই সফল হবেন সে নিশ্চয়তা আপনাকে কেউ দিচ্ছে না, কিন্তু আপনি অসফলও হতে পারেন সেটাও আপনাকে হিসাবে রাখতে হবে। না হলে ব্যর্থতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস আপনার থাকবে না বলে, প্রতিনিয়ত যে কোনও কাজ করতে আপনি ভয় পাবেন।

২. আপনাকে প্রতিনিয়ত নিজের উদ্যোগে শিখতে হবে:

একজন সফল উদ্যোক্তা সে হতে পারেন, যে কখনও শিক্ষা গ্রহণে পিছপা হয় না। সে প্রতিনিয়ত নতুন তথ্য জানতে চাইবে,তার আগ্রহ থাকবে কোনও কিছু কীভাবে ঘটছে, এর অন্তর্নির্হিত বিষয় কি, অথবা কারও সফল হওয়ার ক্ষেত্রে পদক্ষেপগুলো কী ছিল। সময়ের সফল উদ্যোক্তারা,তাদের কঠিন পরিশ্রমের সময়গুলোতে, সময়ের অভাবের মধ্যেও বই পড়ার জন্যে কিছুটা সময় ঠিকই বের করে নিয়েছেন। তাই নতুন কিছু শেখার ক্ষেত্রে না শব্দটি বাদ দিন।

৩. আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে:

বেশিরভাগ সফল উদ্যোক্তাকে যদি প্রশ্ন করেন, ব্যবসার শুরুর দিকে তাদের দিনগুলো কেমন ছিল, আপনি নিশ্চিতভাবে উত্তর পাবেন, অফিসে কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের দিন-রাত্রির হিসাব তখন একাকার হয়ে গিয়েছিল। কখন অফিসে ঢুকতেন আর কখন বের হতেন তার কোনও হিসেব ছিল না এমনকী কখন দিন এসেছে, কখন রাত চলে গেছে তাদের সেই হিসাবও ছিল না।

সময় সবারই আছে কিন্তু সবাই সেই সময় কে ব্যবসা তৈরিতে উৎসর্গ করার সাহস দেখাতে পারেন না। তাই আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন, আপনি বড় ব্যবসার মালিক হবেন,প্রাইভেট জেট ওড়াবেন, তাহলে অন্যরা সময় কে কীভাবে উপভোগ করছে তার দিকে না তাকিয়ে, পরিশ্রম করুন, কারণ আপনি স্বপ্নও দেখবেন আবার অন্যের মতো সবকিছু উপভোগ করতে চাইবেন তাহলে আপনি নতুন কিছু তৈরি করবেন কী করে। অতএব আপনাকে কাজ করতেই হবে এবং এর কোনও বিকল্প নেই।

একজন উদ্যোক্তা হওয়া সহজ বিষয় নয়, কিন্তু সফল হবার মতো চমৎকার বিষয় আপনার সাথে ঘটতে পারে যদি আপনি বুঝতে পারেন সাফল্য একরাতে আসে না, তার জন্যে আপনাকে কোনও দিকে না তাকিয়ে পরিশ্রম করতে হবে।

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান, সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য 'target@কেরিয়ার'-এ আপনারা কী কী চান
jugasankha.suppli@gmail.com

ব্যবসা: চানাচুর তৈরি

অল্প পুঁজির ব্যবসার মধ্যে চানাচুর তৈরির ব্যবসা অন্যতম। বাড়িতে বসে খুব সহজে চানাচুর তৈরির পর বাজারজাত করতে পারলে অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব। বেসনের সাথে অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে চানাচুর তৈরি করা হয়। মুখরোচক এই খাবারটি সব বয়সের মানুষেরই খুবই পছন্দের।

বাজার সম্ভাবনা: আমাদের দেশের মানুষ ঝালজাতীয় খাবার বেশি পছন্দ করে। সেক্ষেত্রে চানাচুর একটি জনপ্রিয় খাবার। বিকেলের টিফিনে বা অতিথি আপ্যায়নে শুধু চানাচুর বা মুড়ির সাথে মিশিয়ে চানাচুর খাওয়া হয়। আমাদের দেশে ছোট-বড় অনেক চানাচুর তৈরির কারখানা আছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অল্প পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসা শুরু করা সম্ভব। চানাচুর তৈরি করার পর সেগুলো খাবারের দোকানে সরবরাহ করা যেতে পারে। নিজেই কোনও দোকান দিয়ে সেখানে বিক্রি করা যেতে পারে। অনেক সময় ক্রেতা বাড়িতে এসেই কিনে নিয়ে যেতে পারে। নিজের তৈরি খাবারের প্রচার চালানোর জন্য প্রথমে প্রতিবেশীদের জানানো যেতে পারে, স্থানীয় দোকানদারদের সাথে যোগাযোগ করা যায়।

মূলধন: আনুমানিক ১৫০০-২০০০ টাকা মূলধন নিয়ে চানাচুর তৈরি ব্যবসা শুরু করা সম্ভব। বড় আকারে চানাচুর তৈরি ব্যবসা শুরু করতে নিজের কাছে যদি প্রয়োজনীয় পুঁজি না থাকে তবে ঋণদানকারী ব্যাংক, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শর্তসাপেক্ষে স্বল্প সুদে ঋণ নেওয়া যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ: চানাচুর তৈরি শেখার জন্য তেমন কোনও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে বা রান্না বিষয়ক বই থেকে ধারণা নিয়ে চানাচুর তৈরি ব্যবসা শুরু করা যায়।

চানাচুর তৈরির নিয়ম: ধাপে ধাপে চানাচুর তৈরির কাজ করতে হবে। ১ম ধাপ: বেসন, খাবার সোডা, নুন, তেল ও জল মেপে নিতে হবে। বেসন, খাবার সোডা, নুন ও তেল গামলায় নিয়ে ভালোভাবে মেশাতে হবে। এরপর এর সাথে পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে রুটির আটার মতো মণ্ড তৈরি করতে হবে। উনুনের উপর কড়াই বসিয়ে তেল ঢেলে গরম করে নিতে হবে। ২য় ধাপ: কড়াইয়ের উপর ডাইস বসিয়ে ডাইসের উপর মণ্ড নিয়ে পরিষ্কার হাত দিয়ে ঘষতে হবে। ডাইসের ছিদ্র দিয়ে গামলায় মোটা ঝুরি পড়বে। গামলা থেকে মোটা ঝুরি নিয়ে কড়াইয়ের গরম তেলে ভাজতে হবে। অল্প আঁচে ঝুরিগুলো ভেজে তুলে রাখতে হবে। ৩য় ধাপ: এবার বাদামের দানাগুলো ভেজে নিতে হবে। ভাজা শেষে গামলায় তুলে রাখতে হবে এবং চানাচুর, বাদাম ও মশলাগুলো একসাথে মিশিয়ে পরিমাণমতো মেপে প্যাকেট করতে হবে।

আনুমানিক মাসিক আয়: প্রথমে খুব কম পুঁজি দিয়ে এই ব্যবসা শুরু করলে মাসে আনুমানিক ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা আছে।

সাবধানতা: চানাচুর প্রস্তুতকারীকে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। কাজের শুরুতেই সাবান দিয়ে হাত ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তৈরি চানাচুর মচমচে রাখার জন্য বায়শূন্য বয়াম বা পলিথিনের প্যাকেট রাখতে হবে।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল ২০১৭

পেশা যখন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট

কর্পোরেট দুনিয়ায় আপনি শেষ কথা। শহরের নামী-দামি হোটেলে তারকারা আপনার একটি ফোনের জন্য অপেক্ষা করবে। প্রিমিয়ার পার্টি হোক, বা কোনও মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির বিজ্ঞাপন। সব কিছুর মাঝে থাকতে পারেন আপনি। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট পেশাটা এমনই। বিনোদন বা বিপণন, আপনার অপেক্ষায় দুই পক্ষই। দুই তরফেই আপনাকে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। তবেই এই পেশায় সাফল্য আসবে।

চকচক করলেই সোনা হয় না। প্রাচীন এই প্রবাদ এই পেশায় একেবারে প্রযোজ্য। গ্ল্যামার দুনিয়ার সঙ্গে প্রত্যেক মুহূর্তের সম্পর্ক। যাঁরা এর মধ্যে থেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাঁদের জন্য এই পেশা নয়। রুপোলি পর্দার তারকাদের সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে পারিবারিক সম্পর্ক। যাতে তাঁরা কোনও অনুরোধে বারণ করতে না পারেন। হাজারও ব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করতে পারেন। পেশার মূল লক্ষ্য মানুষ। মানুষের যতটা কাছে পৌঁছতে পারবেন, আপনি ততটা সফল। শহর অথবা রাজ্য। দেশ অথবা বিদেশ। যে কোনও জায়গায় আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আপনাকে পৌঁছতে হবে। সব পরিস্থিতিতে সাবলীল হতে হবে আপনাকে। গ্র্যাজুয়েশনের পরে ভিন্ন ভিন্ন পেশায় চাকরি খুঁজতে শুরু হয় ইঁদুর দৌড়। কিন্তু, এই পেশা সাধারণ মানুষের কাছে অজানা। শহরের নামী রেস্তোরাঁয় সন্ধেবেলার কোনও পার্টিতে টলিউডের সেরা অভিনেত্রী হাজির হন। অথবা আপনার পাড়ার পুজো উদ্বোধন করতে আসেন কোনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার, সেলিব্রিটি। কীভাবে এগুলো সম্ভব! এই সমস্ত কাজগুলি করে থাকেন ইভেন্ট ম্যানেজাররা। আয়োজক ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। চুক্তি শেষ হলেই আপনার অনুষ্ঠানে হাজির আপনার প্রিয় তারকা। কিন্তু তার নেপথ্যে যে কতটা পরিশ্রম থাকে, তা অজানাই থেকে যায়। পর্দার অন্তরালে থেকেই তাঁরা করে যান একের পর এক কাজ।

এই পেশায় পরিকল্পনা যত ভাল হবে, তিনি তত বেশি জনপ্রিয় হবেন। প্রথম ধাপ থেকে শেষ ধাপ সমস্তটার মধ্যেই থাকতে হয় ম্যানেজারকে। একজন পরিচালক যেমন তাঁর গোটা ইউনিটকে নিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিক তেমনই কাজ করে থাকেন এঁরাও। একটা সুষ্ঠু অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে কী কী কাজ করতে হয়, সেটাও জানা অত্যন্ত জরুরি।

প্রথমত, একজন ইভেন্ট ম্যানেজারের প্রথম কাজ হল, ম্যান ম্যানেজমেন্ট। দ্বিতীয় কাজ ম্যানুপুলেশন। বড় বড় তারকাদের সঙ্গে ঠিকঠাক ব্যবহার করে কাজ আদায় করাটাই আপনার ক্রেডিট। যিনি যতটা ভালো করে মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারবেন,ততই আসবে সাফল্য। তবে, কেউ যদি মন থেকে ভালো না বাসেন, তিনি কোনও দিনই সফলতা পাবেন না। দিনের শেষে কাজ করে যিনি পরিতৃপ্তি পাবেন, তিনিই এই কাজে যোগ্য লোক।

দ্বিতীয়ত, যে কোনও কাজের আগে যেটা মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, তা হল বাজেট নির্ধারণ। আয়োজকদের স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়া। সেটাকে পরিপূর্ণ করতে কত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেটাকে প্রথমেই ভেবে ফেলতে হবে। কতো কম অর্থে আয়োজক সংস্থাকে খুশি করা যায়, তা ভেবে নিতে পারলেই অর্ধেক কাজ শেষ। আয়োজক সংস্থার সঙ্গে গোটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। বাজারে সংস্থাটির গুরুত্ব কতখানি, তাও প্রথমে জেনে নিতে হবে। লাভ-ক্ষতির হিসাব করে শুরু করতে হবে দ্বিতীয় ধাপ।

তৃতীয়ত, আয়োজকদের প্রথমেই জানিয়ে দিতে হবে, আপনি কতটা দূর যেতে পারবেন। অনুষ্ঠানে কোন মাত্রায় কী কী থাকবে। সুরক্ষার ব্যবস্থা কী রকম হবে। কারণ, আপনার উপরেই ভরসা করে অনুষ্ঠানে হাজির হবেন তারকামণ্ডলী। তাঁদের সব দায়ভার আপনার। অনুষ্ঠানে সব বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই।

চতুর্থত, টাকা পয়সার লেন-দেন। বিভিন্ন তারকার সঙ্গে চুক্তি থাকে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থার। কোনও অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে তাদের অনুমতি নিতে হয়। এ ছাড়াও থাকে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা। সেই সব সামলে উঠে হাসিল করতে হয় কাজ। অবশেষে যখন অনুষ্ঠানে সেই তারকা এসে হাজির হন, তখন আয়োজকদের থেকে বেশি তৃপ্তি হয় একজন ম্যানেজার।

পঞ্চমত, কোনও অনুষ্ঠান আয়োজন করার আগে দরকার প্রত্যেক দিনের পরিকল্পনা। ডেডলাইন মেনে কাজ করতে হবে আপনাকে। তার জন্য আপনার গোটা দলকে জোট বেধে কাজ করতে হবে। দল ভাগ করে নিয়ে একটা করে লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। তবেই নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ হবে।

ষষ্ঠত, যে কোনও অনুষ্ঠানের আগেই আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তবে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তার আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। এই সতর্কতার জন্য কিছু লোককে সব সময় তৈরি করে রাখতে হবে। বড় বড় তারকাদের সঙ্গে কাজ করার পরিশ্রম অনেকটা বেশি। কোনও অসুবিধায় যে কোনও মুহূর্তে পরিবর্তিত পরিকল্পনা। তাই প্ল্যান এ, প্ল্যান বি, প্ল্যান সি সবসময় তৈরি রাখতে হবে। প্রথম পরিকল্পনা ভেস্তে গেলে দ্বিতীয় বিকল্প কী হবে, তা আপনাকেই ভেবে রাখতে হবে।

এখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই পড়ানো হয় ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কোর্স। ডিপ্লোমা অথবা স্নাতক স্তরে পড়ানো হয় এই কোর্সগুলি। এই পেশায় আসার আগে খুব ভালোভাবে জানা প্রয়োজন, কার মাধ্যমে কী হয় এবং কীভাবে হয়। সেটা না জানলে এক পাও এগোনো সম্ভবপর হবে না। তাই কোর্সের মধ্যে রয়েছে অনেক বিভাগ। যেমন অর্গানাইজনাল স্কিল, টেকনিক্যাল নলেজ, পাবলিক রিলেশন, মার্কেটিং, বিজ্ঞাপন, আইনি সমাধান, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, গণমাধ্যমের যাবতীয় খুঁটিনাটি। এই সব কিছুই কোর্সের মধ্যে পড়ে। তবে, বাস্তবে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, তা কোনও কোর্সে শেখানো হয় না।

প্লাইউড শিল্পে কেরিয়ার

বনভূমি সংরক্ষণ আইনে গাছ কাটা প্রায় নিষিদ্ধ। তাই কাঠের বিকল্প হিসেবে প্লাইউড শিল্পের এখন রমরমা বাজার। সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে এই শিল্পে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে। ভারতে এই শিল্পের বাজার যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। আজকাল বাড়ির আসবাব থেকে অফিসের যাবতীয় সামগ্রী তৈরি হয় প্লাইউড দিয়ে। এই শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের অধীনে স্বশাসিত সংস্থা ইন্ডিয়ান প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং। এই প্রতিষ্ঠানে প্লাইউড প্রযুক্তির বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির মূল কার্যালয় বেঙ্গালুরু। শাখা রয়েছে কলকাতাতেও। মূল কেন্দ্রটিতে পড়ানো হয় পূর্ণ সময়ের কোর্স, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন উড অ্যান্ড প্যানেল প্রোডাক্ট টেকনোলজি। বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। আসন আনুমানিক ২৫টি। হস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে। এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে বিভিন্ন ধরনের প্যানেল সামগ্রী, প্লাইউড, ফাইবার বোর্ড, ফ্ল্যাশ বোর্ড, বাঁশ থেকে তৈরি সামগ্রী তৈরির পদ্ধতি শেখানো হয়। কোর্স শেষে ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে চাকরি হয়। কলকাতা কেন্দ্রে প্লাইউড সংক্রান্ত গবেষণা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকম স্বল্প মেয়াদের কোর্স করানো হয়। উচ্চমাধ্যমিক পাশ এবং গ্র্যাজুয়েটেরা প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই সব কোর্সের ১) প্লাইউড ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি, মেয়াদ ১ মাস, ২) টেস্টিং অফ প্লাইউড ব্লক বোর্ড, ফ্ল্যাশ ডোর, ৩) রেজিন ম্যানুফ্যাকচারিং, ৪) ব্লক বোর্ড অ্যান্ড ফ্ল্যাশ ডোর ম্যানুফ্যাকচারিং, ৫) পার্টিক্যাল বোর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং, ৬) লো ফরমালডিহাইড এমিশন অ্যাডেসিভ ফর প্লাইউড অ্যান্ড পার্টিকল বোর্ড, ৭) রিটেশন অফ প্রিজারভেটিভ কেমিক্যাল, ৮) প্লাইউড তৈরির জন্য লো কস্ট ও স্পেশাল রেজিন, ৯) প্লাইউড ও রেজিন অ্যাডেসিভ তৈরি। (কোর্সগুলির মেয়াদ ১ সপ্তাহ)।

কোর্সগুলি করার জন্য সাদা কাগজে আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় : অফিসার ইনচার্জ, ইন্ডিয়ান প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ২/২ বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), সরশুনা, কলকাতা ৭০০০৬১, ফোন : ০৩৩ ২৪৮৯৩১২০।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল ২০১৭

রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি কলেজে ২৪৮ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ

২৪৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগ। নিয়োগ হবে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি কলেজে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 8/2017.

বিষয় অনুসারে শূন্যপদ: হিস্ট্রি: ২৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ৭, ওবিসি-বি ৩, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২)। ইংলিশ: ২২টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ২, ওবিসি-বি ১, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২)। কেমিস্ট্রি: ১৮টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি-এ ৩, ওবিসি-বি ২, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। জুলজি: ১৮টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি-এ ২, ওবিসি-বি ১, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। বোটানি: ১৬টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি-এ ৫, ওবিসি-বি ১, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। পলিটিক্যাল সায়েন্স: ১৬টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ৬, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। জিওগ্রাফি: ১৪টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি-এ ২, ওবিসি-বি ২, অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। ফিজিক্স: ১৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি-এ ২, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। অ্যানথ্রপোলজি: ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ১)। বাংলা: ১২টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি-এ ২, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। কমার্স: ১২টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি-এ ২, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। কনজারভেশন বায়োলজি: ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি-এ ১)। ইকোনমিক্স: ৬টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ১)। হিন্দি: ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি-এ ১)। ম্যাথমেটিক্স: ৮টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি-বি ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। মাইক্রোবায়োলজি: ৮টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ২)। ফিলোজফি: ৫টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ১, অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। ফিজিওলজি: ৪টি (তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ১, ওবিসি-বি ২)। সাইকোলজি: ৭টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ১, ওবিসি-বি ১)। সাঁওতালি: ৮টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি-এ ২, ওবিসি-বি ১)। সোশিওলজি: ৮টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১ ওবিসি-এ ২ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২)। স্ট্যাটিস্টিক্স: ৯টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি-এ ২, ওবিসি-বি ১)।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই দু'টি ওয়েবসাইটের যে-কোনও একটির মাধ্যমে: www.pscwbonline.gov.in, www.pscwb.org.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল। দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীকে ওয়েবসাইটে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবেদনের পদ্ধতি এবং ফি-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলি।

হরিয়ানা স্টেট ট্রান্সপোর্টে ৩৭৭ হেল্পার ও স্টোরম্যান

৮৬৯ জন হেল্পার ও স্টোরম্যান নিয়োগ করবে হরিয়ানা স্টেট ট্রান্সপোর্ট। নিয়োগ করা হবে হরিয়ানা রোডওয়েজের অন্তর্গত বিভিন্ন ডিপোয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা কেবল সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট শূন্যপদের জন্যই আবেদন জানাতে পারবেন। তাই এখানে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ৩৭৭টি শূন্যপদের বিষয়ে জানানো হল।

ট্রেড অনুসারে শূন্যপদ: হেল্পার: ৩৬১টি (মেকানিক: ১৭৩টি, টায়ারম্যান: ৫৮টি, ওয়েল্ডার: ৩২টি, ব্ল্যাকস্মিথ: ৩২টি, ইলেকট্রিশিয়ান: ৩২টি, কার্পেন্টার: ১৭টি, ব্যাটারি অ্যাটেন্ড্যান্ট: ১৭টি।) স্টোরম্যান: ১৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করে থাকতে হবে।

মেকানিক, টায়ারম্যান এবং স্টোরম্যান পদের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল মোটর ভেহিক্যাল ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট। অথবা রিপেয়ার অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স অব হেভি মোটর ভেহিক্যাল বা ডিজেল মেকানিক্যাল ট্রেডে ১ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ইলেকট্রিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিশিয়ান বা ওয়্যারম্যান ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা ওয়েল্ডার বা ফর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ট্রেডে ১ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ব্ল্যাকস্মিথ পদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা ওয়েল্ডার বা ফর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ট্রেডে ১ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ওয়েল্ডার পদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ব্যাটারি অ্যাটেন্ড্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

বয়স: ৩০-৪-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম: ৪,৪০০-৭,৪০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৩০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্র্যাকটিক্যাল ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.hartrans.gov.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। যে কোনও একটি ডিপোর শূন্যপদের জন্য আবেদন করতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। ফি জমা দিতে হবে ই-চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে।

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন: চালানের মূল নথি, প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের এককপি স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। ফোটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন এবং বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

যে-নির্দিষ্ট ডিপোর শূন্যপদের জন্য আবেদন করছেন, প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা আবেদনপত্র রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছতে হবে সেই ডিপোর নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

ডিপো অনুসারে শূন্যপদ, ঠিকানা এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে ১০০ ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ

১০০ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন। ট্রেনিং দেওয়া হবে আইটিআই এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখায়। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৩ বছর। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: RT/03/2017.

আইটিআই ট্রেড অনুসারে আসন সংখ্যার বিবরণ: ফিটার: ১০টি। ইলেকট্রিশিয়ান: ১০টি। মেশিনিস্ট: ১০টি। টার্নার: ১০টি। ফর্জার/ ফর্জার-কাম-হিট ট্রিটার: ৫টি। ফাউন্ড্রিম্যান/মোল্ডার: ৫টি। ওয়েল্ডার: ৮টি। আরসিসি: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এনসিভিটি বা এসসিভিটি স্বীকৃত আইটিআই বা সমতুল কোর্স পাশ করে থাকতে হবে।

স্টাইপেন্ড: ট্রেনিংয়ের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে যথাক্রমে ৬,০০০ টাকা, ৭,০০০ টাকা এবং ৮,০০০ টাকা।

ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা অনুসারে আসনসংখ্যা: মেকানিক্যাল/টুল ডাই মেকিং: ১৫টি। সিভিল: ৫টি। মেটালার্জি/ ফাউন্ড্রি টেকনোলজি/ ফর্জ টেকনোলজি: ১০টি। ইলেকট্রিকাল: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা।

স্টাইপেন্ড: ট্রেনিংয়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে যথাক্রমে ৮,০০০ টাকা, ৯,০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা।

বয়স: ১-৩-২০১৭ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং আইটিআই-এর ক্ষেত্রে ট্রেড টেস্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল এবং সুপারভাইজরি স্কিল টেস্টের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে www.hecltd.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, যা করা যাবে ১৪ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৮০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে নেট ব্যাংকিং বা ভিসা বা মাস্টার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অথবা অফলাইনে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ব্যাংক চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। অনলাইনে ফি জমা দিলে ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৮ মে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে ই-মেইল করতে পারেন এই ঠিকানায়: recruitment@hecltd.com

পাঠকের অনুরোধে এখন পুরো চার পাতা জুড়ে
চাকরি, ট্রেনিং ও কোর্সের খোঁজ-খবর

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল ২০১৭

হেভি ওয়াটার বোর্ডে গ্রুপ সি

ফায়ারম্যান, ড্রাইভার-কাম-অপারেটার এবং ড্রাইভার পদে ৪১ জন কর্মী নেবে হেভি ওয়াটার বোর্ড। এটি কেন্দ্রের অ্যাটোমিক এনার্জি দপ্তরের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। নিয়োগ হবে দেশের বিভিন্ন হেভি ওয়াটার বোর্ড এবং হেভি ওয়াটার প্লান্টে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: HWB/1/2017

শূন্যপদের বিবরণ: ফায়ারম্যান/এ: ২৩টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৬)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে স্টেট ফায়ার ট্রেনিং সেন্টার থেকে সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকলে এবং বৈধ হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার। দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা অন্তত ১৬৫ সেমি হতে হবে। ওজন অন্তত ৫০ কেজি। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮১ সেমি ও ৮৬ সেমি হতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি: চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬। রাতকানা রোগ বা বর্ণান্ধতা থাকা চলবে না।

বয়স: ২৫-৪-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কাজের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে বয়সের ছাড় পাওয়া যাবে। বেতন: প্রতি মাসে ১৯,৯০০ টাকা।

ড্রাইভার: ১৫টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি , ওবিসি ৪)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে বৈধ লাইট ও হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। টু-হুইলার যান চালানোর বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় পড়তে ও লিখতে জানলে অগ্রাধিকার। বয়স: ২৫-৪-২০১৭ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: প্রতি মাসে ১৯,৯০০ টাকা।

ড্রাইভার-কাম-অপারেটর/এ: ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সঙ্গে বৈধ হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফায়ার ফাইটিং ইক্যুইপমেন্ট-সংক্রান্ত জ্ঞান থাকলে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র বা ফায়ার সার্ভিস সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা অন্তত ১৬৫ সেমি। ওজন অন্তত ৫০ কেজি। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮১ সেমি ও ৮৬ সেমি হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি: চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬। রাতকানা রোগ বা বর্ণান্ধতা থাকা চলবে না। বয়স: ২৫-৪-২০১৭ তারিখে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। কাজের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে বয়সের ছাড় পাওয়া যাবে। বেতন: প্রতি মাসে ২১,৭০০ টাকা। সব ক্ষেত্রেই তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা এবং দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথম পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের ৫০টি প্রশ্ন হবে ম্যাথমেটিক্স, সায়েন্স এবং জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস বিষয়ে। সময়সীমা ১ ঘণ্টা। দ্বিতীয় পর্যায়ে পরীক্ষার প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট ট্রেড বিষয়ে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষার পাশ করলে তবেই দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা দেওয়া যাবে। ফায়ারম্যান এবং ড্রাইভার-কাম-অপারেটর পদের ক্ষেত্রে এর পর নেওয়া হবে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষার। পরীক্ষার খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.hwb.gov.in

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটগুলির যে কোনও একটির মাধ্যমে: www.hwb.gov.in বা www.hwb.mahaonline.gov.in প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফোটো এবং সই (৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। ফি-বাবদ দিতে হবে ২০ টাকা। পরিষেবা কর অতিরিক্ত। মহিলা, তফসিলি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: ০২২-২৫৪৮-৬৪০৯।

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতার ছেলেমেয়েদের জন্য রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়ে নাট্যকলার ডিপ্লোমা কোর্স

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা নাট্যকলায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৭-২০২০ সেশনের জন্য ভর্তি নিচ্ছে। সেশন শুরু হবে ১৭ জুলাই থেকে। এই কোর্সে অভিনয়, পরিচালনা, ডিজাইন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পেশাদার হওয়ার ট্রেনিং দেওয়া হবে। পড়ানো হবে হিন্দি বা ইংরিজি মাধ্যমে।

যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা অন্তত ৬টি থিয়েটার প্রোডাকশনে অংশ নিয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। হিন্দি ও ইংরেজিতে কাজ চালানোর মতো দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-৭-২০১৭-এর হিসাবে ১৮ বছর থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিতরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। কোর্স চলার সময় স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে প্রতি মাসে ৮,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ২টি পর্যায়ে। প্রথমে প্রার্থীদের একটি অডিশন নেওয়া হবে। কলকাতায় অডিশনের তারিখ ৩ ও ৪ মে। অডিশনে সফলদের এরপর ৫ দিনের একটি কর্মশালায় যোগ দিতে হবে। কর্মশালা চলবে ১০ থেকে ১৪ জুন। চূড়ান্ত মনোনয়ন পেতে হলে মূল্যায়নের পরীক্ষায় সফল হতে হবে। শেষে নেওয়া হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। দিল্লিতে ওই কর্মশালায় যোগ দেওয়ার ডাক পেলে ডিএ, দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেন বা, বাস ভাড়া দেওয়া হবে। সিট: ২৬ (জেনারেল: ১৩, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৭)।

ভর্তির জন্য অনলাইন বা অফলাইনে আবেদন করতে হবে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.nsd.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল। অনলাইনে ফর্ম সাবমিট করার সময় ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০ টাকা। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্ত ও ফি জমা দেওয়ার রসিদের ১ কপি প্রিন্টআউট নেবেন। নিজের কাছে রেখে দেবেন কোথাও পাঠাতে হবে না।

অফলাইনে দরখাস্তের ক্ষেত্রে দরখাস্তের ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস ডাউনলোড করে নেবেন ওপরের ওয়েবসাইট থেকে। ফি-বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ১৫০ টাকা। ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে হবে The Director, National School of Drama, New Delhi-র অনুকূলে। দরখাস্ত-ভরা খামের ওপর লিখবেন: Application for Admission 2017-2020. ডিমান্ড ড্রাফট-সহ পূরণ করা দরখাস্ত পাঠাতে হবে ২২ এপ্রিলের মধ্যে। এই ঠিকানায়: To Dean, Academic, National School of Drama, Bahawalpur House, Bhagwandas Road, New Delhi- 110001. বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওয়েবসাইটে।

শিয়ালদহ শাখায় বিভিন্ন স্টেশনে টিকিট বুকিং সেবক নিয়োগ

শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে জনসাধারণ টিকিট বুকিং সেবক (জেটিবিএস) নিয়োগ করা হবে। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর সিডব্লু/জেটিবিএস/স্পেশ্যাল ড্রাইভ/২০১৭। তারিখ: ২০-৩-২০১৭। এটি কোনও চাকরি নয়, বুকিং সেবকরা রেলের অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রি করতে পারেন। এরজন্য তারা যাত্রীদের কাছ থেকে টিকিট পিছু অতিরিক্ত এক টাকা আদায় করতে পারবেন কমিশন হিসাবে। এই নিয়োগ হবে তিন বছরের চুক্তিতে। আবেদনের শর্তাবলি: যে স্টেশনের জন্য আবেদন করবেন সেই স্টেশনের নিকটস্থ বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনকারীর নামে (রেজিস্ট্রি করা/ভাড়া নেওয়া/লিজ নেওয়া) অফিস/ জায়গা থাকতে হবে। নিজ খরচে অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রির মেশিন স্থাপন করতে হবে।

স্টেশন অনুযায়ী শূন্যপদের বিন্যাস: ক্রমিক নং: ১ স্টেশনের নাম: চাঁপাপুকুর। প্রস্তাবিত জেটিবিএস নিয়োগের সংখ্যা: ০৬ (অসংরক্ষিত: ২, তফসিলি জাতি: ১, ওবিসি: ২, সংখ্যালঘু: ১)। ক্রমিক নং: ২। স্টেশনের নাম: হারুয়া রোড। প্রস্তাবিত জেটিবিএস: ০৬ (অসংরক্ষিত: ২, তফসিলি জাতি: ১, তফসিলি উপজাতি: ১, সংখ্যালঘু: ১, প্রতিবন্ধী- ওবিসি: ১)। ক্রমিক নং: ৩। স্টেশনের নাম: হাসনাবাদ। প্রস্তাবিত জেটিবিএস: ০৬ (অসংরক্ষিত: ২, তফসিলি জাতি: ১, ওবিসি: ১, সংখ্যালঘু: ১, প্রতিবন্ধী- তফসিলি উপজাতি: ১)। ক্রমিক নং: ৪। স্টেশনের নাম: বাসুলডাঙা। প্রস্তাবিত জেটিবিএস: ০৬ (অসংরক্ষিত: ২, তফসিলি উপজাতি: ১, ওবিসি: ১, সংখ্যালঘু: ১, প্রতিবন্ধী- তফসিলি জাতি: ১)। ক্রমিক নং: ৫। স্টেশনের নাম: দেউলা। প্রস্তাবিত জেটিবিএস: ০৬ (অসংরক্ষিত: ২, তফসিলি জাতি: ১, ওবিসি: ১, সংখ্যালঘু: ১, স্বাধীনতা সংগ্রামী/বিধবা ও যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/রেলওয়ে কর্মীর বিধবা স্ত্রী-তফসিলি উপজাতি: ১)। ক্রমিক নং: ৬। স্টেশনের নাম: হোটর। প্রস্তাবিত জেটিবিএস: ০৬ (অসংরক্ষিত: ২, তফসিলি জাতি: ১, তফসিলি উপজাতি: ১, সংখ্যালঘু: ১, স্বাধীনতা সংগ্রামী/বিধবা ও যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/রেলওয়ে কর্মীর বিধবা স্ত্রী-তফসিলি জাতি: ১)। ক্রমিক নং: ৭। স্টেশনের নাম: কৃষ্ণপুর। প্রস্তাবিত জেটিবিএস: ০৬ (অসংরক্ষিত: ২, তফসিলি উপজাতি: ২, ওবিসি: ১ , প্রতিবন্ধী-সংখ্যালঘু: ১)। ক্রমিক নং: ৭। স্টেশনের নাম: বেথুয়াডহরি। প্রস্তাবিত জেটিবিএস: ০৬ (অসংরক্ষিত: ২, তপশিলি জাতি: ১, ওবিসি: ২, স্বাধীনতা সংগ্রামী/বিধবা ও যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/রেলওয়ে কর্মীর বিধবা স্ত্রী-ওবিসি:১)। ক্রমিক নং: ৯। স্টেশন নাম: পলাশি। প্রস্তাবিত জেটিবিএস: ০৬ (অসংরক্ষিত: ২, তফসিলি জাতি: ১, ওবিসি: ২, স্বাধীনতা সংগ্রামী/বিধবা ও যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী/রেলওয়ে কর্মীর বিধবা স্ত্রী-সংখ্যালঘু: ১)।

আবেদনের সম্ভাব্য শর্তাবলি: (১) বয়স হতে হবে অন্তত ১৮ বছর। (২) শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত মাধ্যমিক পাশ। অবশ্য যদি উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া যায় তাহলে কর্তৃপক্ষ এই যোগ্যতা শিথিল করতে পারেন। (৩) যে স্টেশনের জন্য আবেদন করবেন সেই পৌর সীমার বাসিন্দা হতে হবে। আবাসিক প্রমাণপত্র হিসাবে ভোটার আই কার্ড/রেশন কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্সের প্রত্যয়িত কপি জমা করতে হবে। (৪) এই নিয়োগ পুরোপুরি চুক্তিভিত্তিক। এই নিয়োগ মানে রেলওয়েতে নিয়োগ বোঝাবে না। রেলওয়েতে চাকরির কোনও সুবিধা জেটিবিএস-রা পাবেন না। (৫) যিনি নিযুক্ত হবেন তাঁকে ফেরতযোগ্য সুদবিহীন সিকিউরিটি ডিপোজিট বাবদ ৫,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি রেলওয়ের কাছে জমা করাতে হবে। চুক্তির শেষে বকেয়া পরিমাণ সিকিউরিটি ডিপোজিট থেকে অ্যাডজাস্ট করা হবে এবং বাকিটা ফেরত দেওয়া হবে। (৬) নিজ খরচে অসংরক্ষিত টিকিট বিক্রির মেশিন স্থাপন করতে হবে এবং অন্যান্য খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। বিস্তারিত বিবিরণ পাবেন আসানসোল রেলের ওয়েবসাইটে। তবে, এগুলি আপাতত প্রকাশিত সম্ভাব্য শর্তাবলি। বিশদে জানতে চোখ রাখুন নীচের ওয়েবসাইটে।

আবেদনের তারিখ: সিলকরা বাক্সে আবেদনপত্র জমা করতে হবে ১১-৪-১৭ থেকে ২৫-৪-১৭ তারিখের মধ্যে। এই বক্স খোলা হবে ২৫-৪-১৭ তারিখে বিকাল সাড়ে ৪টেয়। নীচের ঠিকানায় বা ওয়েবসাইটে আবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ, নিয়ম ও শর্তাবলি, আবেদনকারীর যোগ্যতাবলি বিস্তারিত জানা যাবে।

ঠিকানা: সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নম্বর: ৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪। ওয়েবসাইট: www.er.in-dianrailways.gov.in

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে ৩৩ জন নিয়োগ

পশ্চিমবঙ্গের ১১টি সমবায় সমিতিতে, যেমন আলিপুরদুয়ার সিএআরডিবি লিমিটেড, বালাগেরিয়া সিসিবি লিমিটেড, দক্ষিণ দিনাজপুর ডিসিসিবি লিমিটেড, ঢাকুরিয়া সিবি লিমিটেড, কলকাতা পুলিশ সিবি লিমিটেড, মালদা সিএআরডিবি লিমিটেড, দ্য বিষ্ণুপুর টাউন সিবি লিমিটেড, দ্য ঘাটাল পিওপিলস সিবি লিমিটেড, দ্য ডব্লুবিএসসিবি লিমিটেড ও তন্তুজে বিভিন্ন পদে ৩৩ জন লোক নেওয়া হচ্ছে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01/2017.দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে, ৭ মে-র মধ্যে। দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.wbcsc.org.

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল ২০১৭

কেন্দ্রীয় সরকারের পারমাণবিক শক্তি দফতর ৪১ ড্রাইভার নিয়োগ করবে

কেন্দ্রীয় সরকারের পারমাণবিক শক্তি দফতরের অধীন হেভি ওয়াটার বোর্ড 'ফায়ারম্যান /এ' ও 'ড্রাইভার কাম অপারেটর 'ও 'ড্রাইভার (অর্ডিনারি গ্রেড)' পদে ৪১ জন লোক নিচ্ছে।

কারা আবেদন করবেন:

ফায়ারম্যান/এ: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা স্টেট ফায়ার ট্রেনিং সেন্টার থেকে সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে যোগ্য। ভারী গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। শরীরের মাপজোক: লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি, ওজন অন্তত ৫০ কেজি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮১ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৬ সেমি দৃষ্টিশক্তি চশমা ছাড়া ৬/৬। বয়স: ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল বেতন: ১৯৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ২৩টি। সাধারণ ১২, ওবিসি ৬, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২।

ড্রাইভার কাম অপারেটর/এ: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা ভারী গাড়ি চালানোর লাইসেন্স থাকলে যোগ্য। অন্তত গাড়ি চালানোর ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩২ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোক উপরের ক্ষেত্রের মতো। মূল বেতন: ২১,৭০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৩টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১, তফসিলি উপজাতি ১।

ড্রাইভার (অর্ডিনারি গ্রেড): মাধ্যমিক পাস প্রার্থীরা হালকা ও ভারী গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে যোগ্য। দু'চাকার গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। মোটর মেকানিজমের কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল বেতন: ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৫টি। সাধারণ ৯, ওবিসি ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১। সব পদের বেলাতেই বয়সের হিসাব হবে ২৫-৪-২০১৭ তারিখের হিসাবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে একটি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে ৫০টি মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে। সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। এর পর হবে অ্যাডভান্সড টেস্ট।

দরখাস্ত করতে হবে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে: www.hwb.gov.in বা www.hwb.mahaonline.gov.in. দরখাস্ত করার জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রতি সপ্তাহে অসংখ্য চাকরির খোঁজখবর
'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এর পাতায়

টাঁকশালে টেকনিশিয়ান পদে ১৪১ নিয়োগ

ভারতীয় টাঁকশাল বিভাগ জুনিয়র টেকনিশিয়ান পদে ১৪১ জন লোক নিয়োগ করবে।

আবেদন করতে পারবেন যাঁরা: মাধ্যমিক পাসরা আইটিআই থেকে ফিটার, টুল অ্যান্ড ডাই মেকার, ফোর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট/ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক কেমিক্যাল, ড্রাইভার কাম মেকানিক (লাইট মোটর ভেহিক্যাল) /মোটর ড্রাইভিং /মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল / ইলেকট্রনিক্স,মিল রাইট/ মিল রাইট মেকানিক, মেশিনিস্ট, টার্নার,ওয়েল্ডার, প্লাম্বার ও ম্যাসন ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাসরা যোগ্য। ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১-৪-২০১৭ এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

মূল মাইনে: ৫২০০-২০২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১৮০০ টাকা।

শূন্যপদ: ফিটারে ৯৯টি, টুল অ্যান্ড ডাই মেকার ২টি, ফোর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ২টি, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট/ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক কেমিক্যাল ৬টি, ড্রাইভার কাম মেকানিক ৪টি, ইলেকট্রিকাল /ইলেকট্রনিক্স ৫টি, মিল রাইট বা মিল রাইট মেকানিক ৯টি, মেশিনিস্ট ৩টি, টার্নার ৪টি, ওয়েল্ডার ১টি, প্লাম্বার ৪টি, ম্যাসন ২টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং ১/১৭।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে, ২৮ এপ্রিলের মধ্যে। দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে : http://igmhyderabad.spmcil.com. বিস্তারিত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইটেই চোখ রাখুন।

হাইকোর্টে ১০০ স্টেনো নিয়োগ

পাটনা হাইকোর্ট পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট /স্টেনোগ্রাফার পদে ১০০ জন লোক নিয়োগ করবে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। আইনের গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। ইংরেজি অনার্স বা ইংরেজির পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদন করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি বিষয়ে ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

সব ক্ষেত্রে ইংরেজি শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত ৮০টি ও ইংরেজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৪০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। কোনও স্বীকৃত সংস্থা থেকে ইংরেজি শর্টহ্যান্ড ও ইংরেজি টাইপিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হতে হবে। কোনও স্বীকৃত সংস্থা থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ৬ মাসের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা পাস হতে হবে। বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭-এর হিসাবে ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন।

মূল মাইনে: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা, গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা। শূন্যপদ: ১০০টি। বিজ্ঞপ্তি নম্বর: Advt No.P.A./01/2017.

দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই করা প্রার্থীদের শর্টহ্যান্ড টেস্টে ডাকা হবে। মিনিটে ৮০টি শব্দ তোলার গতিতে এই টেস্টটি হবে। এরপর ওই ম্যাটারটি ট্রান্সক্রাইব করতে হবে। এর পর থাকবে মিনিটে ৪০টি শব্দ তোলার গতিতে ইংরেজি টাইপিং টেস্ট। এসবের পর থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, গ্রামার টেস্ট, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের পরীক্ষা। সব শেষে ইন্টারভিউ হবে।

ইংরেজি শর্টহ্যান্ডে ৯০%,টাইপিং টেস্টে ৯৫%, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ও গ্রামারে ৬০%, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ৬০% ও ইন্টারভিউয়ে ৩০% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। দরখাস্ত করবেন patnahighcourt.bih.nic.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

আবেদন করার জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। আবেদনের আগে পাসপোর্ট সাইজ ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। ওপরের ওয়েবসাইটে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এরপর পরীক্ষার ফি বাবদ ৬০০ টাকা অনলাইনে জমা করতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর ফোটো, সিগনেচার ও ডিক্লারেশন আপলোড করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন ওপরের ওয়েবসাইটে।

ভারত সরকারের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে প্লাস্টিক টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

ডিপ্লোমা, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং পোস্ট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (সিপেট)। এটি ভারত সরকারের রসায়ন ও পেট্রো-রসায়ন বিভাগের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। কোর্স শুরু হবে আগস্টে।

কোর্সের বিবরণ: ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক টেকনোলজি। ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক মোল্ড টেকনোলজি: শিক্ষাগত যোগ্যতা: দু'টি কোর্সের ক্ষেত্রেই অন্তত ৩৫ শতাংশ নম্বর-সহ মাধ্যমিক। বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখ অনুসারে অন্তত ১৫ বছর এবং ৩১-৭-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী ২০ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক প্রোসেসিং অ্যান্ড টেস্টিং: শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্যতম বিষয় হিসাবে কেমিস্ট্রি-সহ বিএসসি। বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখে ১৫ থেকে ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। মেয়াদ দেড় বছর।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল: শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স-সহ বিএসসি। বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

পোস্ট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক মোল্ড ডিজাইন (ক্যাড/ক্যাম-সহ): শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্লাস্টিক টেকনোলজি বা টুল/ প্রোডাকশন/অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেকাট্রনিক্স বা টুল অ্যান্ড ডাই মেকিং বা সিপেট থেকে প্লাস্টিক মোল্ড টেকনোলজি বা প্লাস্টিক টেকনোলজিতে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

নিয়মানুসারে তফসিলি এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রার্থীরা সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি সেমিস্টার-পিছু পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা বা পোস্ট ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে ২০,০০০ টাকা এবং ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে ১৬,৭০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ২৫ জুন। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর পছন্দের যে-কোনও তিনটি কেন্দ্র উল্লেখ করে দিতে হবে। অনলাইন ও অফলাইনে দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে cipet.gov.in ও cipetonline.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২ জুন। মনে রাখবেন, অনলাইনে আবেদনের সময় জেপেগ বা জেপিজি বা পিএনজি বা জিআইএফ ফর্ম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো (৪০০x৪০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং (৪০০x৩০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি-বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ২৫০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদন করলে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে। অফলাইন আবেদন করার জন্য ব্রোশিওর-সহ ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এই ঠিকানা থেকে: সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, সিটি সেন্টার, দেভোগ পি.ও., ডিসট্রিক্ট পূর্ব মেদিনীপুর, হলদিয়া-৭২১৬৫৭।

উপরোক্ত ঠিকানায় নগদে ফি জমা দিয়ে দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। সাধারণ-২৫০ টাকা, তফসিলি-৫০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যায়িত নকল এবং দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল-সহ পূরণ করা আবেদনপত্র অথবা অনলাইন আবেদনপত্রের প্রিন্টআউট ২ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Principal Director (Academics), CIPET Head Office, Guindy, Chennai-600032.

অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: ০৩২২৪-২৫৫৫৩৪। ই-মেইল: cipet.haldia@gmail.com

আপনার জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার **target@কেরিয়ার**-এর পাতায় থাকছে বাছাই করা চাকরি, প্রোফেশনাল ট্রেনিং ও কোর্সের খবর। অ্যাপ্লাই করুন আর UNEMPLOYED থেকে EMPLOYED হয়ে যান।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল ২০১৭

ম্যানেজমেন্ট অ্যাপটিটিউড টেস্টের প্রবেশিকা পরীক্ষা ৭ মে

অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (এআইএমএ) পরিচালিত ম্যানেজমেন্ট অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা ম্যাট পরীক্ষা নেওয়া হবে মে মাসে। পেপার বেসড টেস্ট বা খাতায়-কলমে পরীক্ষা ৭ মে। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৩ মে। তবে কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি না হলে একদিনেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। স্নাতকের সমাপ্তি বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাও এই পরীক্ষা দিতে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা (সিটি কোড ৭১১), দুর্গাপুর (সিটি কোড ৭১২) এবং শিলিগুড়ি (সিটি কোড ৭১০)। ২৯ এপ্রিল থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: http://apps.aima.in/matadmitcard.aspx

পরীক্ষায় বসার জন্য নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে। ফি-বাবদ নগদ ১,৪০০ টাকার বিনিময়ে ম্যাট বুলেটিনসহ ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এআইএমএ-র তালিকাভুক্ত স্টাডি সেন্টারগুলি থেকে। নির্দিষ্ট স্টাডি সেন্টারগুলির তালিকা দেখা যাবে এই ওয়েবসাইটে: www.aima.in

এছাড়া অনলাইনেও আবেদন করা যাবে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.aima.in প্রার্থীর চালু ই-মেইল আই ডি থাকতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ১,৪০০ টাকা। অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। অফলাইনে ফি জমা দিলে অনলাইন আবেদন করতে বসার আগে All India Management Association-এর অনুকূলে ও নিউ দিল্লিতে প্রদেয় ১,৪০০ টাকার ক্রসড ডিমান্ড ড্রাফট প্রস্তুত রাখতে হবে। ড্রাফটের তথ্যগুলো আবেদনের ফর্ম পূরণের সময়ে দরকার হবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো এবং সই (উভয়ই জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে ৫ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে সই এবং ফোটো আপলোড না করেও আবেদন করা যাবে। যাঁরা অনলাইনে ফোটো ও সই আপলোড করবেন না, তাঁরা অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এর নির্দিষ্ট জায়গায় ফোটো সাঁটবেন ও সই করবেন। এটির সঙ্গে অনলাইনে বা অফলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্ট বা ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

যাঁরা অনলাইনে আবেদন করবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অনলাইন দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল। যাঁরা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ফি জমা দেবেন, তাদের ক্ষেত্রে অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল। যাঁরা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ফি জমা দেবেন তাঁদের ক্ষেত্রে অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ও ডিমান্ড ড্রাফট এআইএমএ-র দপ্তরে পৌঁছতে হবে ২৮ এপ্রিলের মধ্যে।

এছাড়া, বুলেটিন সহ আবেদনের ফর্ম কিনতেও পারা যাবে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে পূরণ করা আবেদনপত্র ২৮ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছতে হবে এআইএমএ-র দপ্তরের ঠিকানায়। ঠিকানা: Manager-MAT, All India Management Association, Management House, 14, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন এই ওয়েবসাইট: www.aima.in প্রয়োজনে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে ০১১-৪৭৬৭-৩০২০। অথবা ই-মেইল করতে পারেন এই ঠিকানায়: mat@aima.in

‘টার্গেট @ কেরিয়ার’ কেমন লাগছে, জানান আমাদের মেল করে

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

বিহারের বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

৭৫জন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার নেবে বিহারের তিন বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় নিয়োগ হবে। সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির ৩ বছরের ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়াররা আবেদন করবেন। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা আবেদন করবেন না।

প্রথমে ১ বছরের ট্রেনিং। এ-সময়ে মাসে ১৫,৫০০ টাকা করে থোক স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। ট্রেনিং শেষে জুনিয়র ফোরম্যান বা জুনিয়র কন্ট্রোলার বা জুনিয়র ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ হবে। তখন বেতনক্রম: ১৫,৫০০-৩৪,৫০০ টাকা। ট্রেনিং সম্পূর্ণ করার পরে অন্তত ৩ বছর সংশ্লিষ্ট সংস্থায় চাকরি করতে বাধ্য থাকতে হবে।

সংস্থা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা অনুসারে শূন্যপদ: ভারতীয় রেল বিজলি কোম্পানি লিমিটেড: মেকানিক্যাল: ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। ইলেকট্রিক্যাল: ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২)। কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন: ৫টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)।

কাঁটি বিজলি উৎপাদন নিগম লিমিটেড: মেকানিক্যাল: ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। ইলেকট্রিক্যাল: ৮টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন: ৬টি (সাধারণ ৫, ওবিসি ১)। সিভিল: ২টি (সাধারণ)।

নবীনগর পাওয়ার জেনারেটিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড: মেকানিক্যাল: ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। ইলেকট্রিক্যাল: ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন: ৬টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)।

প্রতি সংস্থায় ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৭০ শতাংশ নম্বর-সহ সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ৩ বছরের পূর্ণ সময়ের ডিপ্লোমা।

ইলেকট্রিক্যাল শাখায় ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন শাখার ক্ষেত্রে ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ইলেকট্রনিক্স শাখার ডিপ্লোমাধারীরা আবেদন করতে পারেন

বয়স: ২৬-৪-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে ২ ঘণ্টার একটি অবজেকটিভ টাইপ লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে।

লিখিত পরীক্ষা হবে দুটি অংশে। প্রথমাংশে ৭০টি মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে প্রার্থীর নিজস্ব ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে। দ্বিতীয়াংশে থাকবে ইংরেজি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড ও রিজনিং বিষয়ে ৫০টি মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে।

প্রশ্ন হবে ইংরেজি ও হিন্দিতে। কোন ভাষায় পরীক্ষা দিতে চাইছেন তা অনলাইন দরখাস্তে জানিয়ে দিতে হবে। লিখিত পরীক্ষা ২৮ মে।

লিখিত পরীক্ষায় সফলদের তালিকা দেখা যাবে এই ওয়েবসাইটে: http: jvdt-careers.net লিখিত অ্যাডমিট কার্ডও একই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে ৫ মে থেকে ২৮ মে-র মধ্যে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ২৭ মার্চ থেকে ২৬ এপ্রিলের মধ্যে, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: http: jvdtcareers.net ফি বাবদ ৩০০ টাকা জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে: 30631536632, MLC Branch, IFSC Code: SBIN0007506, Patna. সংস্থা অনুসারে BRBCL বা KBUNL বা NPGCL-এ ফি প্রদেয় হতে হবে।

উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে পে-ইন-স্লিপ ডাউনলোড করে তার প্রিন্ট নেবেন। পে-ইন-স্লিপ পূরণ করার পরে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকটবর্তী কোনও শাখায় ফি জমা দেবেন। ফি জমার পরে ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া জার্নাল নম্বর এবং ব্রাঞ্চ কোড নম্বর অনলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় উল্লেখ করতে হবে। পে-ইন-স্লিপের স্ক্যান করা কপি অনলাইন দরখাস্তের আপলোড করতে হবে।

তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে হবে না। তাঁরা দরখাস্তে শুধু ফোটো আপলোড করবেন।

খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটেই।